প্রধানমন্ত্রী “সকলের জন্য ন্যায়সঙ্গত ও সুবিচারপূর্ণ ভবিষ্যৎ” শীর্ষক G20 অধিবেশনে ভাষণ দেন (23 নভেম্বর, 2025)

23 নভেম্বর, 2025

আজ প্রধানমন্ত্রী “সকলের জন্য ন্যায়সঙ্গত ও সুবিচারপূর্ণ ভবিষ্যৎ – ক্রিটিকাল মিনারেল; সম্মানীয় কর্মসংস্থান; আর্টিফিসিয়াল ইন্টালিজেন্স” শীর্ষক G20 সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে ভাষণ দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে এই ধরনের প্রযুক্তিগত প্রয়োগ 'ফাইন্যান্স-কেন্দ্রিক' না হয়ে 'মানব-কেন্দ্রিক', 'জাতীয়' না হয়ে 'বিশ্বব্যাপী' এবং 'এক্সক্লুসিভ মডেল' না হয়ে 'ওপেন সোর্স' হওয়া উচিত। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের প্রযুক্তি ইকোসিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তার ফলে উল্লেখযোগ্য সুবিধা পাওয়া গেছে, তা সে মহাকাশ প্রযুক্তি হোক, AI বা ডিজিটাল পেমেন্ট যেখানে যেখানে ভারত আজ বিশ্বে অগ্রণী।

2. আর্টিফিসিয়াল ইন্টালিজেন্সের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে, সমতার ভিত্তিতে প্রবেশাধিকার, জনসংখ্যা-স্তরের দক্ষতা উন্নয়ন এবং দায়িত্বশীল প্রয়োগ, এই তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে ইন্ডিয়া-AI মিশনের আওতায় দেশের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে AI সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সহজলভ্য উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। AI-কে বিশ্বব্যাপী কল্যাণে রূপান্তরিত করতে হবে, এই বিষয়টির উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছতা, মানব পর্যবেক্ষণ, নিরাপত্তা-নির্ভর নকশা এবং অপব্যবহার রোধ, এই নীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে একটি বৈশ্বিক চুক্তির আহ্বান জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, AI মানবিক সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মানুষেরই নেওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী জানান যে ভারত আগামী 2026 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘সর্বজনম হিতায়, সর্বজনম সুখায়’ [সবার কল্যাণের জন্য, সবার সুখের জন্য] থিম নিয়ে AI ইমপ্যাক্ট সামিট আয়োজন করবে এবং G20 এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে এই উদ্যোগে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

3. প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে AI-এর যুগে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে দ্রুত ‘আজকের চাকরি’ থেকে ‘আগামী দিনের সক্ষমতা’-এর দিকে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। নয়া দিল্লিতে G20 শীর্ষ সম্মেলনে ট্যালেন্ট মোবিলিটি নিয়ে অর্জিত অগ্রগতির কথা স্মরণ করে তিনি প্রস্তাব করেন যে আগামী কয়েক বছরে এই গোষ্ঠীর উচিত ট্যালেন্ট মোবিলিটির জন্য একটি একটি গ্লোবাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা।

4. প্রধানমন্ত্রী বিশ্বব্যাপী কল্যাণের জন্য ভারতের বার্তা এবং অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন —যে ভারত দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন, বিশ্বাসযোগ্য বাণিজ্য, ন্যায়সঙ্গত অর্থব্যবস্থা

এবং এমন অগ্রগতির পক্ষে, যেখানে সবার সমান সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ ভাষণ দেখে নিন [এখানে]।

জোহানেসবার্গ

23 নভেম্বর, 2025